প্রথম আলো

তারিখ 20 FEB 2005
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

টিএসসিতে বোমা হামলা

ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষকদের বিক্ষোভ সমাবেশ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

টিএসসি এলাকায় ভালোবাসা দিবসের অনুষ্ঠানে বোমা হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। গতকাল শনিবার শিক্ষক সমিতি মৌন মিছিল করে এ ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি দেশের কোনো বোমা হামলার বিচার না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

এদিকে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল বোমা হামলার জন্য পরস্পরকে দায়ী করে চলেছে। ছাত্রদল এ বোমা হামলায় জড়িত বলে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। ছাত্রলীগ তাদের সংগঠনের কর্মী আবু আব্বাস ভূঁইয়াকে ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মুক্তি না দিলে পরদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে।

ছাত্রলীগ গতকাল বেলা ১২টায় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। কলাভবনের সামনে আমতলায় সংগঠনের সভাপতি লিয়াকত শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক হেমায়েত উদ্দিন খান হিমু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সরকার ও সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের মদদে উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশে একের পর এক বোমা-গ্রেনেড হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। বেলা সাড়ে ১১টায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মধুর ক্যান্টিন থেকে একটি মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। পরে ছাত্রদল উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে। ছাত্রদলের স্মারকলিপিতে বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত বলে ছাত্রলীগের পাঁচ নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এরা হলেন কেন্দ্রীয় নেতা হেমায়েত উদ্দিন, মাঈনুদ্দিন বাবু, সূর্যসেন হল শাখার সভাপতি শিপির, এফ রহমান হলের যুগ্ম সম্পাদক আবু আব্বাস ভূঁইয়া ও শহীদুল্লাহ হলের শিপির। এদের মধ্যে আবব্বাসকে ইতিমধ্যে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

টিএসসিতে ভালোবাসা দিবসের অনুষ্ঠানে বোমা হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গতকাল ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল বের করে —প্রথম আলো

দুপুর ১২টায় শিক্ষকরা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমবেত হয়ে মিছিল বের করেন। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, দেশে একের পর এক বোমা হামলা, সাংবাদিক, রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হলেও কোনো ঘটনারই তদন্ত ও বিচার হয়নি। সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসীগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে সরকারের ব্যর্থতার সুযোগে তারা আরো সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হত্যার হুমকি দিলেও তাদের কাউকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলার ঘটনাটিও চাপা পড়ে গেছে। তিনি বোমা হামলার ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। সমাবেশে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামানও বক্তব্য রাখেন।